তারিখঃ ২১.৩.২১ – ২২.৩.২১ ইং

**পিতৃমন্ডল ও মাতৃমন্ডল এবং পুত্রমন্ডল**

গতকাল পিতৃ মন্ডল মাতৃ মন্ডল ও পুত্র মন্ডল বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি। বিষয়টা অনেক সহজ আবার কঠিনও।

এটা মুলত তৃ মন্ডলের রুপ। তৃ মন্ডলের ২য় মন্ডলটা খুব জটিল। পিতৃ, মাতৃ ও পুত্র এই তিন মন্ডলকে একত্রে পাওয়া যায় ২য় মন্ডল তথা মাতৃ মন্ডলে। এই কারণেই বুঝতে কঠিন। এটা কারো ফিলোসফি না, এটা অকাট্য বিষয়।

পিতৃ মন্ডল => একক সত্ত্বা => একক জোড় সত্ত্বা = একবচন।

মাতৃমন্ডল => দ্বী সত্ত্বা বা দুইটি একক => একজোড় => দ্বীবচন।

পুত্র মন্ডল => বহু একক সত্ত্বা অথবা সহযোগি দুইটি বা ততোধিক সত্ত্বা=> দুই বা অতধিক জোড়া => বহুবচন।

এই জন্য বিভিন্ন ভাষাতে ব্যাকরণের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন ভাষাতে বচন দুইটি যথা:- একবচন ও বহুবচন। কোন কোন ভাষাতে বচন তিনটি। একবচন+দ্বীবচন+বহুবচন। তবে প্রতিটি ভাষাতে পুরুষ বা পার্সন তিনটিই।

১/ উত্তম পুরুষ, (first person)

২/ মধ্যম পুরুষ (second person)

৩/ নাম পুরুষ (third person)

পিতৃ মন্ডল, মাতৃ মন্ডল ও পুত্র মন্ডলে এক সাথে তিন লিঙ্গ হয় না। লিঙ্গ চার প্রকার ধরা হয়। জগতে প্রতিটি প্রাণি ও সত্ত্বা এবং বস্তুর মধ্যেই এই চার লিঙ্গের কোন না কোন একটি জাতের লিঙ্গ হবে। এই লিঙ্গ ভাষাগতও হতে পারে সত্ত্বা তথা অস্তিত্বের দিক থেকেও হতে পারে।

চার লিঙ্গ গুলো হলো:

১/ পুরুষ লিঙ্গ,

২/ স্ত্রী লিঙ্গ,

৩/ উভয় লিঙ্গ,

৪/ এবং ক্লিব

আমরা তৃমণ্ডল গুলোতে ক্লিব কে আলাদা করি নি। বরঞ্চ তৃ মন্ডলে ক্লিবকেও কোন না কোন মন্ডলেরর অন্তুর্ভুক্ত করেছি। এই বিষয়টি পরিষ্কার করতে তৃ মন্ডলকে আরো একটু ভিন্ন দৃষ্টিতেও বিচার করা যায়।

যেমন **পিতৃ মন্ডল**=> ১ম মন্ডল। একক সত্ত্বা, একের মধ্যে দুইটি সত্ত্বা। তাহলে একটি একক জোড় সত্ত্বা = একক জোড় সত্ত্বা। মাতার অবর্তমানে অনেক সময় পিতাই মাতার দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে। সেখানে মাতার কোনো স্থান থাকে না। পিতা হলো বীজ/বীর্য/প্রধান ভুমিকা। সৃষ্টিতে অনেক কিছুই উভয় লিঙ্গ হয়ে জন্মায়। হিজড়ার মত। অনেক প্রাণী, বস্তু, ব্যাক্টেরিয়া, উদ্ভিদ একই ধারায় বিরাজ মান।

**মাতৃমন্ডল** => ২য় মন্ডল। দুইটি আলাধা সত্ত্বা।(সহযোগীও হতে পারে বিপরীত মুখিও হতে পারে)।খুব ব্যতিক্রমে কখনও কখনও মাতৃ মন্ডল দুই এর অধিকও হয়। মুলত এটা হয় সুত্রকে কখনও কখনও ভিন্ন ভাবে প্রয়োগ ও বিচার করার কারণে। => সঙ্গী সত্ত্বা => দুইটি আলাদা সত্ত্বা মিলে একটি জোড়। এটাই মাতৃ মন্ডল বা ২য় মন্ডল। অনেক সময় পিতার অবর্তমানে মাতাই পিতার দায়িত্ব পালন করে থাকে। সেখানে পিতার গুরুত্ব থাকে না।

২য় মন্ডলে অনেক সময় পিতা একজন থাকে কিন্তু মাতা একাধিক থাকে। কখনও মাতা একজন থাকে কিন্তু মাতার সঙ্গী অনেক। ২য় মন্ডলকে তখন মাতৃ পরিবার ধরা হয়। ঐ পরিবার পরিচিত হয় মাতা অথবা সন্তানের পরিচয়ে। বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলেই পরিচয়।

মাতৃ পরিবারে পিতা অস্পষ্ট থাকে অথবা গুরুত্ব কম থাকে। পিতা তখন সবার থেকে ভিন্ন। তাকে তার ভিন্নতা দিয়ে খুঁজে নেওয়া যায়। কিন্তু মাতাকে চিনা যায়, কারণ মাতার ভুমিকা স্পষ্ট থাকে। সন্তান পিতার থেকে আসলেও মাতাই সন্তানকে বেশি সঙ্গ দেয়, যত্ন করে। গর্বে ধারণ করে আবার জন্মের পর নিজ আঁচলে আগলে রাখে। তাই মাতাকে মাতৃ মন্ডলে সহজে চিনা যায়। কিন্তু পিতাকে খুজে নিতে হয়। এটাই মাতৃ পরিবার ও মাতৃ মন্ডল।

প্রজননের দিক থেকে পিতা একজন ই। পিতা বীর্য, বীজ ও মুল উৎপত্তির ভুমিকা রাখে। একটি বীর্য কণা একজন ই ধারণ করে। তাই সন্তানের জন্য মাতা একজনই পিতাও একজনই। দ্বিতীয় মন্ডলে এটা উত্তম আদর্শ। যদি দ্বিতীয় মন্ডল উত্তম আদর্শ দিয়ে খুঁজে না পাওয়া যায়, তখনও তাতে দুইটির পক্ষ দেখা যাবে। সহযোগী ও বিপরীতমুখী।

সহযোগী অথবা বিপরীতমুখী হবে একজন। সেই একজনই হবে পুরুষ তথা পিতা। ২য় মন্ডলে একজন পরুষ ও তার সঙ্গী এক নারী। এটা আদর্শ সঙ্গী বা জোড়া, মানানসই এবং সুন্দর। মাতৃ মন্ডলের একাধিক সদস্য দেখলে মুল জোড়া বাদ রেখে বাকিরা পরিবারের সদস্য অথবা অতিথি অথবা অনাচার।

এই বিষয়টা নির্ভর করবে বস্তু, সত্ত্বা ও প্রাণীর জাতি, প্রজাতির ও শ্রেণীর ধর্মের উপর। ২য় মন্ডল তথা মাতৃমন্ডল অনেক জটিল, বহুরূপী, বক্র পথ অনুসারী এবং রহস্যের। তাই সৃষ্টিতে মানবীগণও বক্র পথে বেশি চলে, রহস্য ঘেরা বহুরূপী ও জটিল হয়ে থাকে। সেই তুলনায় পিতৃমন্ডল অনেক সহজ।

আদর করুক বা শাসন করুক,তা স্পষ্ট। সেই হিসেবে নারী কখনই উচিৎ আর্দশ হতে পারে না। পিতার আর্দশই উত্তম। সেই জন্য নবুওয়তের ধারায় নারীকে নবী, নেতা, গুরু করা হয়নি। পুরুষদের মধ্যেই নবী, নেতা, গুরু ও শাসক করা হয়েছে। যা মুলের দিক থেকে পিতৃ মন্ডল।

প্রথম মন্ডলের সমকক্ষ হিসেবে যখন ২য় মন্ডলকে দাড় করানো হয় তখন, প্রথম মন্ডলে একবচন বা একটি সত্ত্বা বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় মন্ডলও এক বচন বিবেচিত হবে। যদিও ২য় মন্ডল বহু একক থাকার সম্ভাবনা থাকে তখনও সেটা কেবল একটি শ্রেণী, জাতি অথবা সত্ত্বাই হবে। পিতৃ মন্ডল = মাতৃ মন্ডল।

পিতৃ মন্ডল এর সমকক্ষ হিসবে যখন পুত্র মন্ডল দাড়াবে তখন মাতৃ মন্ডল থাকবে না। তখন ১ম ও ২য় মন্ডলের মতই উভয়ে এক বচন বিবেচিত হবে। যদিও ৩য় মন্ডলে একাধিক সত্ত্বার সম্ভাবনা থাকে। তখন সেটা একটা শ্রেণি, জাতি অথবা সত্ত্বা হিসেবেই বিবেচিত হবে।

১ম মন্ডল = ৩য় মন্ডল => দুইটি সত্ত্বা বা শ্রেণী। উদাহরণ: ইসার দৃষ্টান্ত আদমের মত। আদম = ইসা। আদম ২ জন হতে পারে না। ইসাও একজনই। তবে আদমের সাথে আরো অনেকেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অনেকেই আদম হতে পারে না, এক জনও হতে পারে। কিন্তু আদম একজনই। যেমন আদম = নুহ। তাই নুহের দৃষ্টান্ত আদমের মত, ইসার দৃষ্টান্তও আদমের মত। কিন্তু আদমের দৃষ্টান্ত তার স্ব গোত্র, পরিবার, শ্রেনী ও জাতিতে হয় না। তখন আদমের দৃষ্টান্ত ভিন্ন কোন জাতি, পরিবার, শ্রেণিতে পরে।

বিষয়টা আরো ক্লিয়ার করছি। যদি পিতৃ মন্ডলের সমকক্ষ হিসেবে পিতৃ মন্ডল দাড় করানো হয় তখন সেটা দুই দিক থেকেই এক+এক সত্ত্বা। আর সেটা তখনই হতে পারে, যখন সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন পরিবার, গোত্র, শ্রেণি ও জাতির বিষয়ে হবে।

পিতৃ মন্ডল = পিতৃ মন্ডল => এক + এক। যেমন: মানব পিতা আদম আবুল বাসার। জিন পিতা আবুল আলা জিন।

যদি ১ম ও ২য় মন্ডলে বহু একক সত্ত্বা থাকে সেটা একটা শ্রেনী, গোত্র, পরিবার বা জাতি ধরা হবে। যেমন আকাশ সাতটি হলেও তখন একক হিসেবে একটি তার বিপরীতে জমিন সাতটি হলেও তখন কেবল জমিন। মানে জমিন সাতটিই একটি।

**পুত্র মন্ডল** => ৩য় মন্ডল। দুই বা ততোধিক সদস্য। সকলেই পুরুষ হতে পারে, সকলেই নারী হতে পারে। আবার পুরুষ ও নারী মিলেও হতে পারে। তৃতীয় মন্ডলকে সঙ্গ মন্ডলও বলা যেতে পারে। আবার ভাতৃ মন্ডলও বলা যেতে পারে। ৩য় মন্ডলে মাতা ও পিতা থাকবে না।

সহজ কথায় তৃতীয় মন্ডল হলো একই জাতি, বস্তু সত্ত্বা, শ্রেণীর দুই বা ততোধিক সদস্য। একে অপরের সহযোগী হতে পারে বিপরীতমুখী হতে পারে।

পুত্র মন্ডলের স্বাভাবকি নিয়ম হলো দুই দিকে এক+এক অথবা দুই দিকে দুই+দুই। পুত্র মন্ডল এক জনও হতে পারে। তখন সেটা হবে অসাধারণ কিছু। যেমন সূর্যকে পিতা ধরলে চাঁদ পুত্র। আর চাঁদের ২য় কেউ নেই।

আদমকে পিতা ধরে ইসা পুত্র। ইসার মত আর কেউ নেই। অনুরুপ আদম আর নুহ। নুহ একজন পুত্র। নুহের মত আর কেউ নেই। শেষ নবীও একজনই। এটা হলো অস্বাভাবিক নিয়ম। আর সেটা অসাধারণ। স্বাভাবিক নিয়মের উদাহরণ হলো একটি বীজ থেকে চারা উঠে দুইটি পাতা মেলে। তারপর শুরু হয় এক+এক করে পাতা ও ডালা। অথবা দুই+দুই করেও ডালা ও পাতা। জগতের সব কিছুই এই নিয়মেই চলতে দেখা যায়।

অর্থাৎ জগতে বেশির ভাগই এক বনাম এক, দুই বনাম দুই, বহু সংখ্যক বনাম বহু সংখ্যক। পুত্র বনাম পুত্র। পুত্র বনাম কন্যা, কন্যা বনাম কন্যা। পুত্র মন্ডল বা ৩য় মন্ডল এই তিনটার কোন একটা নিয়মে হবেই। তখন সেখানে মাতা বা পিতা (১ম+২য় মন্ডল) কে সমকক্ষ করা যাবে না। সব মিলিয়ে গোটা জগতের সৃষ্টির প্রকাশ ও প্রকৃতির ধরণ, এই তিনটি অথবা তিনটির কোন একটি হবে।

এই বিষয়গুলো প্রজনন ধারায় বোঝাতে ই পিতৃ মন্ডল, মাতৃ মন্ডল পুত্র মন্ডল ধরা হয়। মূলত এটা ত্রি মন্ডল। ১ম + ২য় + ৩য় মন্ডল = সমগ্র জগতের প্রকাশ ও প্রকৃতি। জগতের যা কিছু আছে, প্রতিটি বস্তু, প্রাণী, স্থান-কাল, পদার্থ অপদার্থ, দৃশ্য অদৃশ্য সকল কিছুই এর আওতাধীন। ধর্ম-কর্ম, নিয়ম-কানুন, আইন বা ফিকাহ, প্রতিটি শাস্ত্র সাহিত্য, ভাষা সকল কিছুকেই সমন্বয় করে থাকে এই তৃ মন্ডল।

প্রকাশ ও প্রকৃতির ভিন্নতার কারণে এই তৃ মন্ডল এর ধরন, রুপ, গঠন সংখ্যা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যদি উক্ত সূত্রগুলো বুঝতে কষ্ট হয়, তাহলে তৃ মন্ডলকে ব্যাকরণ এর তিন পুরুষ হিসাবেও ব্যাখ্যা করে নিতে পারবেন। কারণটি তৃমন্ডল ও তিন পুরুষ একই। এই পুরুষ ভাষাগত পুরুষ। লিঙ্গ ভেদ হতেও পারে, নাও হতে পারে। প্রকাশ ও প্রকৃতির ভিন্নতায় ধরণ, রুপ, গঠন, সংখ্যা ইত্যাদির পরিবর্তন হয় মাত্র। না হয় বিষয়টা একই।

প্রকাশ ও প্রকৃতি নিয়ে কালকে আলোচনা হবে।

ভাষা সাহিত্য তথা ব্যাকরণের তিন পুরুষ কে নিয়ে আগেও ধারণা দিয়েছি। একটি বিষয় ক্লিয়ার করার জন্য আরো কিছু কথা বলতে হচ্ছে। ভাষা হলো ভাব প্রকাশের মাধ্যম। আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ভাষা বা সাহিত্যও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

উপরে উল্লেখিত প্রতিটি সূত্র এবং যা কিছু আলোচনা করেছি তাও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একে অপরের উপর নির্ভরশীল, তারপরও সেটা পরিপূর্ণ নয়। পিতৃ ধারার দুইটি দিক তথা জৈব দেহের পিতা-পুত্র ও আত্মার দেহের পিতা-পুত্র। এমন ক্রমবিকাশীত সাজারাহ গুলো, তারপর পিতৃ ঋণ ও পুত্র ঋণ প্রজনন ও বংশ বিস্তারের ধারা গুলো, তারপর তৃমন্ডল ও তার সকল অবস্তা, রুপ, ধরণ, প্রকার ও প্রকৃতী থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধে।

এই সব কিছুর কোনটাই তার সাদৃশ্য না এবং তিনি এগুলোর অন্তর্ভুক্তও নয়। তিনি শরীক হীন তথা তার কোন অংশী নেই। কেবল মাত্র ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণের কারণে আমরা তাকে তিন পুরুষের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলি। এই বিষয়টা বাদ রেখে বাকি গুলো সব যার যার অপস্থানে ঠিক থাকবে। কেবল সাহিত্যের বিষয়টিতে আমরা অক্ষম। ভাষা তিনিই শিখিয়েছেন। তাঁর সাথে ভাব প্রকাশ করতে ও তাঁর ইবাদত করতে তাকে তিন পুরুষের আয়ত্বে আনা জরুরী। সাহিত্যের তিন পুরুষকে ছক আকারে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যদিও এগুলো আপনাদের জানা থাকারাই কথা।

তারপরেও নোট করার ক্ষেত্রে বুঝতে সহায়ক হবে।

★উত্তম পুরুষ। আমি>আমার>আমাদের>আমরা।

★মধ্যম পুরুষ। তুমি>তোমার>তোমাদের>তোমরা।

★নাম পুরুষ। সে>তিনি>তার>তাদের>তারা।

শুরু থেকে এই পর্যন্ত আসা প্রতিটি আলোচনা আমাদেরকে আকাইদ ও আহকাম তথা শাস্ত্রের ভুল-শুদ্ধ গুলো থেকে স্বচ্ছ ধারণা দিবে। এবং সেটা হবে অকাট্য। বিশেষ করে আকাইদের ক্ষেত্রে।

আলহামদুলিল্লাহ এই পর্যন্ত আসা সব থেকে কঠিন মনে হতে পারে এটা পড়ের গুলো অত কঠিন না। সমগ্র জগতের সব কিছু সমন্বয় করে নিতে পারে যে বিষয়টা সেটা অতটা সহজ কিছু নয়,তা নিশ্চিত। যদিও আমার কাছে এগুলো মাত্র এক রাস্তা অনেক রাস্তার মধ্যে একটি রাস্তা এটা।

পড়া শেষ হলে প্রশ্ন করার অনুমতি আছে।

**প্রশ্নঃ** মাতৃমণ্ডলের সহযোগী হিসেবে কি স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী হতে পারে???

**উত্তরঃ** হা হতে পারে।

**প্রশ্নঃ** কালের কয়টি অবস্থান? তৃ কাল?

**উত্তরঃ** তৃ কাল= অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। শুরুটা পিতৃ, বর্তমানটা মাতৃ যিনি গর্বে ধরে আছেন, পরের টা পুত্র মন্ডল যা পরে আসবে মানে ভবিষ্যত উত্তরসূরি।

\* অতীত জন্ম দিয়েছে বর্তমানকে, অতীত ও বর্তমান জন্ম দিয়েছে ভবিষ্যতকে। ভবিষ্যতের কাছে অতীত ও বর্তমান অতীত। পিতৃ ও মাতৃর কারণে ভবিষ্যৎ এর জন্ম (পুত্র/কন্যা।

**প্রশ্নঃ** সূর্যকে পিতা ধরলে চাঁদ পুত্র। কিন্তু সূর্য আর চাঁদ পিতা পুত্রের মতো কিভাবে? এরা দুইজন দুটো পিতৃ হলো না কেন?

**উত্তরঃ** সূর্যের সমকক্ষ হিসেবে। ১ মন্ডল + ৩য় মন্ডল একে অপরের সমকক্ষ হিসেবে দাড়ালে তখন মাতৃ মন্ডল থাকে না। তখন সূর্যের সমকক্ষ চন্দ্রই।

* **প্রশ্নঃ** মানে এটা আমাদের প্রয়োগের ওপরেও নির্ভরশীল।
* **উত্তরঃ** হ্যা।
* **প্রশ্নঃ** তাহলে সূত্র প্রয়েগে যথেষ্ট সাবধানতা প্রয়োজন। সব মূলনীতি ঠিক রেখে প্রয়োগ করতে হবে নচেৎ ভুল হবে।
* **উত্তরঃ** উক্ত মন্ডল অবস্থার সাথে পরিবর্তন করে হিসেব করতে হয়। তখন দেখতে হবে আপনি কোন এঙ্গেলে কাকে হিসেবে ধরে নিচ্ছেন। এই হিসবটিতে মন মত যাকে যা ইচ্ছা তা ধরার সুজুগ নেই। সুজুগ নিতে হলে সুত্র গুলো ঠিক রেখেই নিতে হবে।

**প্রশ্নঃ** তাহলে এরকম দুটি বস্তুর মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক “পরম” (absolute) কার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে? কারণ কারো দৃষ্টিভঙ্গিতে সূর্য পিতা চন্দ্র পুত্র। আবার কারোর নিকট সূর্য পিতৃ ও চন্দ্র মাতৃ।

**উত্তরঃ** পিতার কর্ম ও ভুমিকা তা নির্ণয় করে দিবে। সুত্রের তা বলা হয়েছে। সেখানে পুত্র হবে আকাশের নক্ষত্র।

কোরআনের একটি আয়াত দিচ্ছি

সকলকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক ব্যক্তি থেকে। ★ সূরা যুমারের ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6)

“তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে। অতঃপর তার থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে (একবার সৃষ্টি করার পর) আরেকবার সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে। তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা, (গোটা বিশ্বজগত) তাঁরই সাম্রাজ্যের অধীন। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কিভাবে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো? (এবং বিপথে চলে যাচ্ছো?)” (৩৯:৬)

এক বার একটি সত্ত্বা সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন। তারপর আরেকবার (৩য়) সৃষ্টি করেছেন মাতৃ গর্বে সেটাও তৃবিদ অন্ধকারে। ৩য় মন্ডলই পুত্র মন্ডল। আবার দেখুন তিনটি ধাপে গর্ভে ছিলো।

বস্তুজগত নিয়ে পিতৃরুপ বা ১ম মন্ডল, ২য় মন্ডল, ৩য় মন্ডলের উদাহরণ

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

অর্থ:- যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোত ভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না? (21:30)

আকাশ জমি এক সত্ত্বা ছিলো, এটা ১ম মন্ডল। তারপর উভয়কে পৃথক করে জমিন ও আকাশ রুপে আলাদা করা হয়, এটা ২য় মন্ডল। তারপর প্রাণবন্ত সব কিছু সৃষ্টি করা হয় পানি দিয়ে, এটা ৩য় মন্ডল।

আরো একটা উদাহরণ দিচ্ছি কোরআন থেকে

সুরা আনআম ৬:৮৭ ৬:৮৭ وَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَ ذُرِّیّٰتِهِمۡ وَ اِخۡوَانِهِمۡ ۚ وَ اجۡتَبَیۡنٰهُمۡ وَ هَدَیۡنٰهُمۡ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ ﴿۸۷﴾ আর (আমি হিদায়াত দান করেছি) তাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভাইদের মধ্য থেকে, আর তাদেরকে আমি বাছাই করেছি এবং তাদেরকে সরল পথের দিকে পরিচালিত করেছি। এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের[1] কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম, তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে। [1] آباء (পিতৃগণ) বলতে মূল তথা পিতৃপুরুষগণ এবং ذريات বলতে শাখা-প্রশাখা তথা বংশধর ও সন্তান-সন্ততিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি এবং ভাইদের মধ্য থেকেও আমি ‘ইজতিবা’ ও হিদায়াতের সম্মান দানে ধন্য করেছি। ‘ইজতিবা’র অর্থ হল, মনোনয়ন ও নির্বাচন করা এবং স্বীয় বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে গণ্য করে নেওয়া ও তাদের সাথে মিলিয়ে নেওয়া। আর এটা جَبَيتُ الْماءَ فِي الْحَوْضِ (আমি হাওযে পানি জমা করে নিয়েছি) থেকে উদ্ভূত। অতএব, ‘ইজতিবা’র অর্থ হবে নিজের বিশিষ্ট বান্দাদের দলে শামিল করে নেওয়া। اصطِفاءٌ (মনোনীত ও নির্বাচন করা)ও এই অর্থেই ব্যবহূত। যার ‘মাফঊল’ (কর্মকারক) হল مصطفى মনোনীত ও নির্বাচিত। (ফাতহুল ক্বাদীর)

বংশধর কথাটি অনুবাদে করা হয়েছে এই জন্যই শব্দের ব্যাখ্যা দিলাম। এটা ২য় মন্ডল।

* **প্রশ্নঃ** ভাইয়েরা কি ৩য় মন্ডল?
* **উত্তরঃ** হ্যা।
* **প্রশ্নঃ** ১ম মন্ডল টা কি আদম (আ)?
* **উত্তরঃ** যে কোন পিতৃ মুলের দিক থেকে। যেমন নুহ নবিও পিতৃ। ইব্রাহিম নবিও পিতৃ
* **প্রশ্নঃ** ইব্রাহিম উপরে গেলে তখন তিনি ২য় বা ৩য় হবে তাই না?
* **উত্তরঃ** হ্যা। এটা আগের সাজারাহ মতই, পিতৃ ঋণ ও পুত্র ঋনের মতই।

**প্রশ্নঃ** অনাচারের ফলে হওয়া সন্তান তাই কোনো সাজারার অন্তর্ভুক্ত নয়?

**উত্তরঃ** সে নিজেই তখন একটা মন্ডলের প্রতিনিধি। তার সাজারা হবে ২ মন্ডলের সুত্রে।

**প্রশ্নঃ** মালাকুল মউত, ইবলিশ এই শব্দ একবচন কিন্তু এরা কি আসলে বহুবচন?

**উত্তরঃ** এক বচন ও বহু বচন সবই হতে পারে। কখন কোনটা বুঝানো হয় সেটা বাক্য দেখেই বুঝে নিতে হয়।